



122361 - সদাকায়ে জারিয়া কি?

প্রশ্ন

আমি সদাকায়ে জারিয়ার কিছু সাধারণ উদাহরণ জানতে চাই। রমযানে ও অন্য সময়ে আমি আমার সম্পদ কোন খাতে ব্যয় করব: রোযাদারদরে ইফতার করানোতে, নাকি ইয়াতীমরে প্রতাপালনে, নাকি বৃদ্ধাশ্রমরে পৃষ্ঠপোষকতায়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সদাকায়ে জারিয়া হলো: ওয়াক্ফ। আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে সটোই উদ্ধৃত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যখন মানুষ মারা যায় তখন তার আমল স্থগতি হয়ে যায়; কেবল তিনটি আমল ছাড়া: সদাকায়ে জারিয়া, কথিবা এমন জ্ঞান যা থেকে মানুষ উপকৃত হয় কথিবা এমন সন্তান যে তার জন্য দোয়া করে। [সহিহ মুসলিম (১৬৩১)]

ইমাম নববী এই হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন:

“সদাকায়ে জারিয়া হলো— ওয়াক্ফ”। [সমাপ্ত] [শারহু মুসলিম (১১/৮৫)]

আল-খাত্বীব আশ-শারবানী বলেন:

“সদাকায়ে জারিয়াকে আলমেগণ ওয়াক্ফ হিসেবে ব্যাখ্যা করেন; যমেনটি বলছেন রাফয়ী। ওয়াক্ফ ছাড়া অন্যান্য দানগুলো জারী বা চলমান নয়”। [মুগনলি মুহতাজ (৩/৫২২-৫২৩)]

সদাকায়ে জারিয়া হলো— ঐ দান ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও যাই দানরে সওয়াব অব্যাহত থাকে। পক্ষান্তরে যে সদাকার সওয়াব অব্যাহত থাকে না; উদাহরণস্বরূপ গরীবদেরকে খাওয়ানো সটো সদাকায়ে জারিয়া নয়।

পূর্ববক্ত আলোচনার আলোকে: রোযাদারদরকে ইফতার করানো, ইয়াতীমরে অভিভাবকত্ব গ্রহণ ও বৃদ্ধাশ্রমরে পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ (যদিও সদাকার অন্তর্ভুক্ত হোক না কেন) কিন্তু এগুলো সদাকায়ে জারিয়া নয়। আপনি ইয়াতীমদের জন্য কথিবা বৃদ্ধদের জন্য ঘর নির্মাণে অংশ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে সটো সদাকায়ে জারিয়া হবে। যতদনি এ ঘররে উপযোগিতা থাকবে ততদনি আপনি এর সওয়াব পতে থাকবেন।

সদাকায়ে জারিয়ার প্রকার ও উদাহরণ অনেক। যমেন— মসজিদ নির্মাণ, গাছ লাগানো, কুপ খনন, মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ)



ছাপানো ও বতিরণ, বই-ক্যাসটে ছাপানো ও বতিরণে মাধ্যমে ইল্মরে প্রচার করা।

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: নশিচয় মুমনিরে মৃত্যুর পর যে আমল ও যে নকী তার কাছে পৌঁছে সেটো হলো এমন ইল্ম যা সে শিখিয়ে গেছে কথিবা প্রচার করে গেছে, কোন নকে সন্তান রেখে গেছে, কোন মুসহাফ (কুরআনগ্রন্থ) রেখে গেছে কথিবা কোন মসজদি বানিয়ে গেছে কথিবা মুসাফরিরে জন্য কোন ঘর বানিয়ে গেছে কথিবা কোন নদী খনন করে গেছে কথিবা তার সুস্থতাকালে ও জীবদ্দশায় নিজের সম্পদ থেকে কোন সদকা করে গেছে তার মৃত্যুর পরেও যা তার কাছে পৌঁছে।[সুনানে ইবনে মাজাহ (২৪২); মুনযরি 'আত-তারগীব ওয়াত তারহীব' গ্রন্থে (১/৭৮) বলেন: এর সনদ হাসান। আলবানী হাদিসটিকে 'সহিহু সুনানে ইবনে মাজাহ' গ্রন্থে 'হাসান' বলছেন।]

একজন মুসলমিরে জন্য বাঞ্ছনীয় হলো বিভিন্ন খাতে সদকা করা; যাতে করে প্রত্যকে শ্রগীর নকে আমলকারীদের সাথে তার একটি ভাগ থাকে। তাই আপনি আপনার সম্পদে একটি অংশ রোযাদারদের ইফতার করানোর জন্য বরাদ্দ করুন। অপর একটি অংশ ইয়াতীমদের প্রতিপালনের জন্য বরাদ্দ করুন। তৃতীয় একটি অংশ বৃদ্ধাশ্রমের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য বরাদ্দ করুন। চতুর্থ একটি অংশ দিয়ে মসজদি নির্মাণে অংশ গ্রহণ করুন। পঞ্চম একটি অংশ দিয়ে বই ও মুসহাফ বতিরণের জন্য রাখুন...। এইভাবে করুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।